দৈনিক সংবাদ

APR. 08 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

লালমনিরহাট জেলা শিক্ষা অফিস ভবন নির্মাণ

সুরমা ইন্টারন্যাশনালকে ৩৭ লাখ টাকার কাজ প্রদান করায় তুমুল তোলপাড়

রংপুর থেকে লিয়াকত আলী বাদল ঃ ঢাকায় ওভারব্রিজ ট্র্যাজেডির নায়ক বিএনপি সংসদ সদস্য আবদুল গফুরের মালিকানাধীন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বহুল আলোচিত মেসার্স সুরমা ইন্টার-ন্যাশনালকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ কর্তৃক লালমনিরহাট জেলা শিক্ষা অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ৩৭ লাখ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের কাজটি দরপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে বরাদ্দ দেয়ার ঘটনা নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয়েছে। ঢাকায় পর পর দু'টি ওভারব্রিজের বিম ভেঙে তিনজন মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর কি করে সেই প্রতিষ্ঠানকে এই কাজ প্রদান করা হলো, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা বিরূপ জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে।

ইতোমধ্যে, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম এবং রংপুরের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের ঠিকাদার স্থানীয় সুধীমহলসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ সুরমা ইন্টারন্যাশনালকে দেয়া কাজটি বাতিল করে পুনঃ দরপত্র আহ্বান করার জন্য গণস্বাক্ষর আদায় করে একটি আবেদনপত্র প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের কাজ বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে যে অনিয়ম করা হয়েছে

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের প্রধান প্রকৌশলী জাহিদুর রহমান লালমনিরহাট ও রংপুরসহ দেশের ৪২টি জেলায় শিক্ষা অফিস ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের দরপত্র আহ্বান করে (যার দরপত্র নোটিশ নম্বর ননলাভ, ডেভ/ডি.ই.ও/এফ.ডি/২০০১/ ১১, তারিখ ১৬-১-২০০২ ইং)। প্রতিটি গ্রুপের দরপত্রের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৩৭ লাখ টাকা। দরপত্র কেনার তারিখ ছিল ৭-২-২০০২ এবং দাখিল করার সর্বশেষ তারিখ ছিল ১০-২-২০০২ তারিখ। সারাদেশে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে দরপত্র বিক্রি হয়েছে। লালমনিরহাট জেলা শিক্ষা অফিসের ভবন নির্মাণের কাজটির গ্রুপ নম্বর ছিল ২০। ওই দরপত্রে রংপুর কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার ঠিকাদাররা দরপত্রে অংশগ্রহণ করেন; কিন্তু দাখিল করা সকল দরপত্র ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের প্রধান কার্যালয় শিক্ষাভবন ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। দরপত্র কেনার সময় টেন্ডার নোটিশে এই মর্মে শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছিল যে, একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান একটির বেশি দরপত্র কিনতে বা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নামে গত ৩ বছরের মধ্যে কমপক্ষে ২০ লাখ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের একক কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; কিন্তু দরপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে সুরমা ইন্টারন্যাশনাল ৬টি দরপত্র ক্রয় করে এবং গত তিন বছরে তার কোন কাজের অভিজ্ঞতাপত্র ছিল না। শুধু তাই নয়, ৬টি ক্রয় করা দরপত্র দাখিলও করে ওই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। দরপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ ৬টি দরপত্র দাখিল করা সত্ত্বেও সবগুলো দরপত্র বাতিল না করে সুরমা ইন্টারন্যাশনালকে লালমনিরহাট জেলা শিক্ষা অফিস ভবন নির্মাণ কাজটি গত ১৬-৩-২০০২ তারিখের সভায় প্রদান করা হয়। দরপত্র অনুমোদন কমিটির সদস্যদের তীব্র বধার মুখে প্রধান প্রকৌশলী ওই কাজটি প্রদান করেন বলে লিখিত অভিযোগে জানা গেছে।

বর্তমানে সমস্ত কাজের অনুমোদিত দরপত্র চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আর্থিক সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান এ.ডি.বির ঢাকাস্থ দপ্তরে রয়েছে। সুরমা ইন্টারন্যাশনালের কাজের মান খুবই নিম্নমানের হওয়ায় ইতোমধ্যে সৌদি সরকারের আর্থিক সহায়তায় সমুদ্র উপকূল এলাকায় সাইক্লোন সেন্টার কাজের জামানত আটকা পড়ে আছে। এ নিয়ে মামলাও চলছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। সেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে আবারো কি করে কাজ প্রদান করা হলো, তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়েছে।